INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 7, July 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রক্রিয়ায় পরমাণুর ভূমিকার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টিতে

Haru Mondal
Assistant Professor
Department of Philosophy
Sonarpur Mahavidyalaya
Rajpur, Kolkata-700149, West Bengal, India

Abstract:

In Indian philosophy, one of the important topics of discussion among philosophers is their doctrine related to the theory of creation. Both ***theistic (orthodox / āstika)*** *and* ***atheistic (heterodox /nāstika)*** *Indian philosophical schools have held different opinions regarding the creation and destruction of the world. Not only Indian philosophers but also Western philosophers have offered various perspectives on the creation and destruction of the world. Since the focus of my discussion here is on the role of atoms in the creation and destruction of the world according to both Indian and Western philosophers, other views are not being discussed, as they are not relevant to this context. In the Indian theistic school of Nyāya-Vaiśeṣika, the discussion on atomism related to the creation and destruction of the world is covered. On the other hand, in Western Greek philosophy, Democritus, Leucippus, and Epicurus have discussed atomism in relation to the creation and destruction of the world. The immense significance of atomic theory in modern science reflects the importance of atomism in the Nyāya-Vaiśeṣika philosophy. This is because the existence of atoms, which has been observed in scientific laboratories, was first discussed by the Indian forest-dwelling sage, Maharshi Kaṇāda in the Vaiśeṣika philosophy long ago. It can be said that the subtle and advanced atomic theory discussed in modern science has its roots in the atomic theory of Vaiśeṣika philosophy from long before, and there is no doubt about this. Although the subject of my research paper is atomism in accordance with Indian and Greek philosophy, I will not delve into the scientific aspects of atomic theory here. The main purpose of this research paper is to provide a comparative discussion of Indian and Greek atomism to explain the processes of creation and destruction of the world and to logically determine which theory is more acceptable in this regard.*

Key words: ***Atom, earth, water, fire, air, universe, creation, destruction.***

বিষয়বস্তু আলোচনাঃ

ভারতীয় দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুবাদ। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাগারে পরমাণুর যে অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, সেই পরমাণু তত্ত্বটি বহুকাল পূর্বে অরণ্যবাসী ঋষি মহর্ষি কণাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক কালের সূক্ষ্ম ও উন্নত পরমাণু তত্ত্বটি বৈশেষিক দর্শনের

পরমাণুবাদের সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলাই বাহুল্য। কেননা, সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি হলেন মহর্ষি কণাদ। যাঁর প্রতিষ্ঠিত দর্শন হল বৈশেষিক দর্শন। পরমাণুবাদের মাধ্যমে তিনিই প্রথম জগৎ এবং জাগতিক সব কিছুর সৃষ্টি ও ধ্বংসের আলোচনা করেছেন। তিনিই প্রথম আমাদের অবহিত করান যে, পরমাণুর সংযোগে বিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি হয় এবং পরমাণুর বিচ্ছেদে বিশ্বের সকল কিছুই বিলুপ্ত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাস, লিউসিপ্পাস, এপিকিউরাস প্রমুখ জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের ব্যাপারে পরমাণুবাদেরই সাহায্য নিয়েছেন। যেহেতু আমার আলোচ্য বিষয় ভারতীয় এবং গ্রীক দর্শন ভিত্তিক পরমাণুবাদের তুলনামূলক আলোচনা, তাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পরমাণুবাদ তত্ত্বটি এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হল।

বৈশেষিক পরমাণুবাদঃ (জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস)

ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়ে থাকে। ন্যায় দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ এর মতে এই জগতের যাবতীয় অনিত্য বস্তু এবং যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে। ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুবাদকে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ বলা হয়ে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে অসৎ থাকে। তাঁদের মতে কারণ ও কার্য দুটি পৃথক বস্তু। কার্য দ্রব্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। এই কারণে এইরূপ মতবাদকে অসৎকার্যবাদ বলা হয়ে থাকে। কার্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ উপাদান কারণে কার্যের যে উৎপত্তি তার নামই হল আরম্ভবাদ। তাঁদের মতে জগতের উপাদান কারণ পরমাণু সমূহ সৎ অর্থাৎ নিত্য। পরমাণু থেকে যে সকল কার্যের উৎপত্তি হয় তা উৎপত্তির আগেও ছিল না, আবার ধ্বংসের পরেও থাকবে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অসৎকার্যবাদই হল আরম্ভবাদের মূল।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পরমাণু হল জড় বস্তু বা জড় পদার্থের অবিভাজ্য, ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্ম অংশ। যেহেতু পরমাণু ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্ম, সেই হেতু তা অপ্রত্যক্ষযোগ্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, পরমাণু যদি অতীন্দ্রিয় হয় তাহলে তার অস্তিত্ব কীভাবে সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ পরমাণুর অস্তিত্ব যে আছে তা কিভাবে জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ যে অনুমানটি দিয়েছেন তাহল এরূপ - কোন জড় বস্তুকে যদি আমরা বিভাজিত করতে শুরু করি, তাহলে সেই বিভাজনের শেষে আমরা এমন এক ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে পাই, যাকে আর বিভাজন করা যায় না। জড় বস্তুর সেই ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য অংশই হল পরমাণু। পরমাণুকে আর কোন ভাবেই বিভাজিত করা যায় না। কারণ, তার কোন অংশ নেই, পরমাণু নিরংশ ও নিরবয়ব।

এই অনুমানের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি হতে পারে যে, বিভাগের শেষ সীমা আছে একথা বলা যায় না, বিভাগ অনন্ত। আর যদি তর্কের খাতিরে বিভাগের অন্ত স্বীকার করাও হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বিভাগের শেষে গিয়ে শূন্যতায় পৌঁছাব। পরমাণু বলে কিছুই পাওয়া যাবে না। এই আপত্তির সুন্দর সমাধান ন্যায়-বৈশেষিকগণ দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, জড় বস্তু অনন্ত বিভাজ্য নয়, আবার জড় বস্তুর বিভাগের শেষ সীমায় এসে আমরা

শূন্যতাও পাইনা। যেমন একটি ঘটকে আমরা যদি বিভক্ত করি তাহলে সেখান থেকে দুটি খণ্ড পাওয়া যাবে। একই ক্রমে ঐ ঘটের টুকরো গুলিকে যতবারই বিভক্ত করা হবে, প্রতিবারই দুটি করে খণ্ড পাওয়া যাবে। এইভাবে আমরা যদি ঘটের অনন্ত বিভাজন করতে থাকি, তাহলে আমরা পাব ঘটের কতকগুলি খণ্ডাংশকে, সেখান থেকে কখনোই আমরা শূন্যতায় পৌঁছাতে পারবো না। কেননা, বিভাগ হল একটি গুণ, যা কিনা সর্বদাই দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। এখন বিভাজনের শেষে যদি আমরা শূন্যতায় পৌঁছাই, তাহলে বিভাগ নামক গুণটি কোন্ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে? সর্বোপরি, আমরা আমাদের অনুভবে কোন ভাবেই বিভাগ থেকে শূন্যতা পাই না। কাজেই শেষ বিভাগ থেকেও আমরা দুটি দ্রব্যই পাবো এবং এই শেষ বিভাগের আশ্রয় যে দ্রব্য, তাই হল পরমাণু।

আবার জড় বস্তুর অনন্ত বিভাগ স্বীকারও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, জড় বস্তুর অনন্ত বিভাগ স্বীকার করলে ‘অনবস্থা দোষ’ হয়। আর এই ‘অনবস্থা দোষ’ স্বীকার করলে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য আমরা উপলব্ধি করে থাকি, তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পর্বত এবং একটি সর্ষের দানার যদি অনন্ত বিভাগ স্বীকার করা হয় তাহলে তাদের অবয়বও অনন্ত হবে। সেক্ষেত্রে পরিমাণের দিক থেকে তাদের সমপরিমাণ হওয়া উচিৎ। কিন্তু তাদের পরিমাণ যে এক নয়, একথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কেননা ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পর্বত এবং সর্ষেকে আমরা যদি বিভক্ত করতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা একই রকম কতকগুলি মূল অবয়বে পৌঁছাব। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে, পর্বতের অবয়বের সংখ্যা সর্ষের অবয়ব সংখ্যা থেকে অনেক বেশি। সেই কারণেই পর্বতের পরিমাণ, সর্ষের পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি। যদি পর্বত এবং সর্ষে উভয়ই অনন্ত বিভাজ্য হত তাহলে পর্বতের অবয়ব সংখ্যা, সর্ষের অবয়ব সংখ্যা থেকে বেশি এমন কথা বলা যেত না। উভয়ের এই অবয়ব সংখ্যার তারতম্যের জন্যই, তাদের পরিমাণগত তারতম্য ব্যাখ্যা করা যাবে। কাজেই জড় বস্তুর অনন্ত বিভাগ স্বীকার্য নয়। সুতরাং জড় বস্তুর অবিভাজ্য, নিরংশ ও নিরবয়ব কণা রূপে পরমাণু অবশ্য স্বীকার্য।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পরমাণু চার প্রকারঃ ক্ষিতি (পৃথিবী) পরমাণু, অপ (জল) পরমাণু, তেজ (অগ্নি) পরমাণু এবং মরুৎ (বায়ু) পরমাণু। এই পরমাণু গুলির মধ্যে আবার গুণগত পার্থক্য আছে। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী পরমাণুর বিশেষ গুণ হল গন্ধ, অপ অর্থাৎ জল পরমাণুর বিশেষ গুণ হল রস বা স্বাদ, তেজ অর্থাৎ অগ্নি পরমাণুর বিশেষ গুণ হল রূপ এবং সর্বশেষ মরুৎ অর্থাৎ বায়ু পরমাণুর বিশেষ গুণ হল শব্দ। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ উক্ত চারটি পরমাণুর সাহায্যে জগতের যাবতীয় অনিত্য ও সাবয়ব বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেন যে, জগৎ ও জাগতিক বস্তুর সৃষ্টির উপাদান কারণ হল পরমাণু এবং ঈশ্বর ও জীবের অদৃষ্ট হল নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলি বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হলেও তারা নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। জীব যাতে তার অদৃষ্ট অনুসারে কর্মফল ভোগ করতে পারে, সেইজন্য জীবদের নানা অদৃষ্ট অনুযায়ী ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার ফলে পরমাণুগুলির মধ্যে গতি সঞ্চার করেন। এই গতি পেয়ে দুটি একজাতীয় পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে। দুটি ভিন্ন জাতীয় পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক সৃষ্টি হতে পারে না। দুটি ক্ষিতির পরমাণু একটি ক্ষিতির দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে, দুটি জলের পরমাণু একটি

জলের দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে। একইভাবে দুটি তেজ কিংবা দুটি বায়ুর পরমাণু থেকে তেজের দ্ব্যণুক কিংবা বায়ুর দ্ব্যণুক সৃষ্টি হয়। পরমাণুর ন্যায় দ্ব্যণুকও অপ্রত্যক্ষযোগ্য। এরপর তিনটি ক্ষিতির দ্ব্যণুক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি ক্ষিতির ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু সৃষ্টি হয়। একইভাবে জলের, তেজের, বায়ুর ত্র্যণুক সৃষ্টি হয়। এই ত্র্যণুকই হল প্রথম প্রত্যক্ষগোচর জড় দ্রব্য। এরপর চারটি ক্ষিতির ত্র্যণুক সংযুক্ত হয়ে একটি ক্ষিতির চতুর্ণুক সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে জল, তেজ ও বায়ুর চতুর্ণুক সৃষ্টি হয়। এই চতুর্ণুকগুলি ত্র্যণুক অপেক্ষা বেশি স্থুল। এইভাবে ধীরে ধীরে স্থূল থেকে স্থূলতর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন হল পরমাণু যদি নিরংশ হয় তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? একটি দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের সংযোগ ঘটলে সেই দ্রব্যের কোন একটি অংশেই সংযোগটি ঘটে থাকে। টেবিলে ফুলদানির সংযোগ কালে টেবিলের একটি অংশের সঙ্গে ফুলদানির একটি অংশের সংযোগ ঘটে, সর্বত্র সংযোগ ঘটে না। সুতরাং একটি পরমাণুর সঙ্গে অপর একটি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করলে, পরমাণুর অংশকেও স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরমাণু আর পরমাণু থাকবে না।

এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেন যে, দুটি নিরংশ দ্রব্যের মধ্যে সংযোগ হতে পারে না, এমন কথা ঠিক নয়। একথা সত্য যে, আমরা যেসব ঘট, পট ইত্যাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করে থাকি তাদের অংশ বিশেষেই সংযোগ ঘটে থাকে। তার থেকে এটা অনুমান করা যায় না যে, নিরংশ দুটি দ্রব্যের সংযোগ সম্ভব নয়। দুটি দ্রব্যের মধ্যে যখন সংযোগ ঘটে, তখন তারা দ্রব্য বলেই সংযুক্ত হতে পারে; তারা অংশ বিশিষ্ট বলে সংযুক্ত হয় না। তবে যে দ্রব্যগুলি অংশ বিশিষ্ট, তাদের অংশবিশেষেই সংযোগ ঘটে থাকে। যে দ্রব্যের অংশ থাকে না, তার অংশবিশেষে সংযোগ ঘটবে না। কিন্তু নিরংশ বলে তা অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে না, এমন কথা ঠিক নয়। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেন যে, দুটি সাবয়ব দ্রব্য যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, ঠিক তেমনই দুটি নিরবয়ব দ্রব্যও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, পরমাণু যেহেতু অতি সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয়; কাজেই পরমাণু সংযোগের দ্বারা স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেন যে, পরমাণুর বহুত্ব সংখ্যাই এই স্থূলত্বের কারণ। দুটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হয়ে যখন ত্র্যণুক সৃষ্টি করে, তখনই সেই ত্র্যণুক স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। কাজেই এই অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুর বহুত্বই স্থূলত্বের কারণ। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ একটি ত্র্যণুকের অবয়ব রূপে তিনটি দ্ব্যণুককে স্বীকার করেছেন এবং একটি দ্ব্যণুকের অবয়ব রূপে দুটি পরমাণুকে স্বীকার করেছেন; কিন্তু ছয়টি পরমাণুকে সরাসরিভাবে একটি ত্র্যণুকের অবয়ব রূপে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, বহু পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হতে পারে না। যদি একটি ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ রূপে বহু পরমাণুকে স্বীকার করা হয় এবং ঐ পরমাণুগুলির সংযোগ যদি অসমবায়ী কারণ হয়; তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত সকল পরমাণু বিচ্ছিন্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটটির বিনাশ সম্ভব হবে না অর্থাৎ ঘটের বিনাশে সকল পরমাণুগুলি পরস্পরের থেকে বিভক্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ঘটের কোন অবয়বই আর প্রত্যক্ষগোচর হবে না; কিন্তু আমরা বাস্তবে ঘট বিনষ্ট হয়ে গেলেও তার বিভিন্ন অংশকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই কারণেই ন্যায়-

বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেন যে, পরমাণুগুলি সাক্ষাৎভাবে ঘটের সমবায়িকারণ নয়। দুটি পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু এবং চারটি ত্র্যণুকের সংযোগে একটি চতুর্ণুক উৎপন্ন হয়। এইভাবে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর এবং স্থূলতর থেকে স্থূলতম অবয়বের দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং জীবের অদৃষ্টানুসারে জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি এই ক্রমেই হয়ে থাকে এবং প্রলয়কালে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পরমাণুদ্বয়ের বিচ্ছেদে দ্ব্যণুকের বিনাশ হয়, দ্ব্যণুকের বিনাশে ত্র্যণুকের বিনাশ হয়, ত্র্যণুকের বিনাশে চতুর্ণুকের বিনাশ হয় এবং ক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতি মহাভূতের বিনাশ হয়। প্রলয়ের পর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভুতের পরমাণুগুলি, ব্যোম বা আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য গুলি বর্তমান থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এইভাবে সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি অনাদিকাল ধরে চলে। সুতরাং সৃষ্টির আদি নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সৃষ্টি অনাদি। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মধ্যে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

গ্রীক পরমাণুবাদঃ(জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস)

সর্ববিদ্যা বিশারদ অ্যারিস্টটলের মতে, গ্রীক পরমাণুবাদী দর্শনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লিউসিপ্পাস(Leucippus); যদিও এপিকিউরাস(Epicurus) লিউসিপ্পাসকে এক কাল্পনিক চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এর পশ্চাতে বিশেষ কারণ হল, নিজেকে সর্বজন সমক্ষে পরমাণুবাদের আসল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তুলে ধরা। যদিও তাঁর এই মনোবাসনা কখনোই সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করেনি। লিউসিপ্পাস ছিলেন ডেমোক্রিটাসের শিক্ষাগুরু। ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ হল আসলে তাঁর শিক্ষাগুরু লিউসিপ্পাসের মতবাদকে একটু নিজস্ব ভঙ্গীতে, ভিন্ন আকারে এবং সবিস্তারে বর্ণনা। লিউসিপ্পাস এবং ডেমোক্রিটাসের মতে, জড় পদার্থকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করতে থাকলে বিভাজনের অন্তিম পর্যায়ে যা পাওয়া যাবে, তাহল অ-বিশ্লেষিত, অবিভাজ্য একক। আর এই অবিভাজ্য এককই হল পরমাণু। সুতরাং তাঁদের মতে, জড়ের মৌল উপাদানই হল পরমাণু। পরমাণু অসংখ্য এবং প্রত্যেকটি পরমাণু এতই ক্ষুদ্র যে, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। গ্রীক পরমাণুবাদীদের মূল বক্তব্য হল - পরমাণু বাস্তবত অবিভাজ্য হলেও তা স্বরূপত অবিভাজ্য নয়। একটি গাণিতিক বিন্দু যে অর্থে অবিভাজ্য, পরমাণু কিন্তু সেই অর্থে অবিভাজ্য নয়। পরমাণুবাদী দার্শনিকদের মতে, পরমাণু হল জড়ের ক্ষুদ্রতম নিরেট উপাদান, যার মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান(Empty Space) নেই। একথার তাৎপর্য হল এই যে, পরমাণু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার বিস্তার আছে; আর কোন কিছুর বিস্তার থাকার অর্থই হল সেটি বিভাজ্য হওয়া।

গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের মতে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে সকল পরমাণু একই রকমের। তারা ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মতো এমনটা বলেন না যে, কিছু পরমাণু মাটির, কিছু পরমাণু জলের, কিছু পরমাণু অগ্নির এবং কিছু পরমাণু বায়ুর। পরমাণুর মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই, আছে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য। তাঁদের মতে, পরমাণুগুলির মধ্যে প্রধানত তিন রকমের পরিমাণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তাহল - আকারগত, আয়তনগত এবং অবস্থানগত। আকারগত পার্থক্য বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, কোন পরমাণু গোলাকার, কোনটি ত্রিকোণাকার, কোনটি আয়তাকার কিংবা কোনটি আবার বর্গাকার ইত্যাদি।

আয়তনগত পার্থক্য বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, পরস্পরের সাপেক্ষে কোনটি বড়, আবার কোনটি ছোট ইত্যাদি। আর অবস্থানগত পার্থক্য বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, কোন পরমাণু অন্যটির উপরে, আবার কোন পরমাণু অন্যটির নীচে ইত্যাদি।

এখন গ্রীক পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, পরমাণুগুলির মধ্যে যদি কোন গুণগত পার্থক্য না থাকে, তাহলে পরমাণুগুলির সংযোগে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে গুণের আবির্ভাব ঘটে কীভাবে? এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে গ্রীক পরমাণুবাদীরা বলেন যে, পরমাণুপুঞ্জের বিন্যাস ও অবস্থানই নতুন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গুণের আবির্ভাবের মূল কারণ।

গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস বলেন, পরমাণুগুলি যে পরস্পরের থেকে পৃথক এবং তাদের সংযোগ ও বিয়োগের জন্য পরমাণুগুলির মধ্যে যে গতি সঞ্চারিত হয় কিংবা পরমাণুগুলির মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয় তা সবই কিন্তু শূন্য দেশের সাপেক্ষে। শূন্যস্থান স্বীকার না করলে গতিযুক্ত পরমাণুগুলির স্থান পরিবর্তনকেও কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই তাঁরা শূন্য দেশের সাপেক্ষে গতিযুক্ত প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্যতা এবং পরমাণুর স্থানান্তরকরণকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলাভালো, পারমেনাইডিস(Parmenides) যাকে 'অ-সত্ত্বা'(non-being) বা 'নেই'(is not) বলেছেন, পরমাণুবাদী লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস তাকেই 'শূন্য-দেশ'(Empty Space) বা 'ফাঁকা স্থান' বলেছেন। তাঁদের মতে, পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জের সংযোগে উদ্ভূত বস্তু সকল যে অর্থে 'অস্তিত্বশীল', 'শূন্য দেশ' কিন্তু সেই অর্থে অস্তিত্বশীল নয়। তাঁরা বলেন যে, পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ জড়াত্মক(corporeal) হলেও শূন্য-দেশ কিন্তু অ-জড়াত্মক(non-corporeal)। তবে শূন্য দেশ অ-জড়াত্মক হলেও তা জড়াত্মক পরমাণুর মতনই বাস্তব। লিউসিপ্পাস 'পরমাণু'কে 'পূর্ণ'(Full of plenum) আর 'দেশ'কে 'শূন্য'(Empty or Vacuum) বলেছেন।

লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের পরবর্তী পরমাণুবাদী দার্শনিক এপিকিউরাস(Epicurus), যিনি লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের মৌলিকত্ব(Originality) সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে নিজের মতবাদকে মৌলিক বলে দাবী করেন; তাঁর মতে পরমাণুদের নিজস্ব গতি আছে। তিনি বলেন যে, পরমাণুর মধ্যেকার এই গতির একমাত্র কারণ হল তাদের নিজস্ব ভার বা ওজন। পরমাণুগুলির নিজস্ব ভারের জন্য ভারী পরমাণুগুলি অসীম পরিমাণ বিশিষ্ট শূন্য দেশে নিয়ত নিম্নে পতিত হতে থাকে; আর এই প্রকার পতনের ফলে বিভিন্ন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগৎ এবং জাগতিক বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন করে। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মতো জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের জন্য গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক এপিকিউরাস নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেনি; পক্ষান্তরে তিনি জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ব্যাপারে পরমাণুর ভার বা ওজনকেই গুরুত্ব দিয়েছে। তবে গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক লিউসিপ্পাস অথবা ডেমোক্রিটাসের কোনো একজনও পরমাণুর ভারকে স্বীকার করেন নি কিংবা পরমাণুকে ভারযুক্ত বলেননি।

লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের মতে, শূন্য দেশে পরমাণুদের মধ্যে যেভাবেই গতি সঞ্চারিত হোক না কেন(পরমাণুর ভারের জন্য কিংবা পরমাণুর ভার শূন্যতার জন্য), কোন এক সময়ে বা পর্যায়ে বিভিন্ন

পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ(collision) ঘটে; যার ফলে বিসমাঙ্গ(irregular) পরমাণুগুলি যেমন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি আবার সমাঙ্গ(regular) পরমাণুগুলিও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে পরমাণুগুলি পরস্পরের যুক্ত হওয়ার সময় তাদের মধ্যে একপ্রকার ঘূর্ণমানতার সৃষ্টি হয়, আর এই ঘূর্ণমানতার পথ ধরেই জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর, যথা মাটি(ক্ষিতি), জল(অপ), আগুন(তেজ) ও বায়ু(মরুৎ) ইত্যাদির উৎপত্তি হতে থাকে। পরমাণুগুলির এইপ্রকার ঘূর্ণমানতা ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে এই জগৎ অতিরিক্ত আরও অনেক জগৎ এর সৃষ্টি করে। তাদের কোনটির মধ্যে চন্দ্র, সূর্য নেই, আবার কোনটির মধ্যে আমাদের জগৎ অপেক্ষা অধিকতর এবং বৃহত্তর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি আছে। অতঃপর কালের নিয়মে কোন একদিন আমাদের পৃথিবীর জলীয় পদার্থ ও জলসিক্ত কাদার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। এই প্রাণ বা আত্মার(soul) উৎপত্তির মূল হল সূক্ষ্মতম, মসৃণতম, গোলাকার তেজঃকণিকা, যা সমস্ত দেহময় ছড়িয়ে থাকে এবং দেহকে সঞ্চালিত করে। এই আত্মা-পরমাণু দেহ থেকে নির্গত হলে দেহের মৃত্যু হয়। জগতের পরিবর্তন ও বিবর্তন যান্ত্রিক নিয়মকে অনুসরণ করে সঙ্ঘটিত হয়। পরমাণুদের পরিবর্তন ও বিবর্তন সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিকদের মতে, জগতের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই, এবং এই জগতের পরিবর্তন ও বিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের স্বীকৃতি বাতুলতা মাত্র।

উপসংহার (Conclusion):

সর্বোপরি আমরা একথাই বলতে পারি যে, গ্রীক পরমাণুবাদীদের জগতের সৃষ্টিতত্ত্বকে আমরা যদি স্বীকার করি, তাহলে ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকদের আকস্মিকতাবাদকেই পরোক্ষভাবে স্বীকার করাই হয়। কেননা, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে চার্বাকরাই সর্বপ্রথম জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আকস্মিকতাবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে কোন ঈশ্বর নয় বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই জড় চতুর্ভুতের আকস্মিক সংযোগেই সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক সকল কিছুরই উৎপত্তি ঘটেছে। এই জড় চতুর্ভুতের সংমিশ্রণেই আমাদের এই স্থুল শরীরের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাতে চৈতন্যরূপ গুণের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় স্থায়ী আত্মা বলে কোথাও কিছু নেই। তাঁদের মতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা। এখন চার্বাকদের মতো গ্রীক পরমাণুবাদীদের জগতসৃষ্টি তত্ত্বকেও যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞানও পর্যন্ত স্বীকার করে যে, জগতে প্রকৃতির একরূপতা নীতি এবং কার্যকারণ নীতি বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রকৃতি সর্বদাই একই পরিস্থিতিতে একই রকম আচরণ করে এবং প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে, তার পশ্চাতে কোন না কোন কারণ আছে। এখন জগতের সৃষ্টির পশ্চাতে যদি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে এত জাগতিক বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হবে না। আমরা যদি পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্গত স্বতঃমূল্যের ধারণা প্রসঙ্গে জীবকেন্দ্রিক মতবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলেই বুঝতে পারবো যে, শুধুমাত্র মানুষই নয়, মানুষ ছাড়া জগতের অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদেরও স্বতঃমূল্য আছে। মানুষসহ জগতের অন্যান্য ইতরেতর প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব স্বতঃমূল্যের জন্য। আর এভাবেই জগতের সামগ্রিক বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হচ্ছে। এখন জগতের অন্তর্গত মানুষসহ সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টির পশ্চাতে যদি একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে, তাহলে জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতেও অবশ্যই কোন না কোন কারণ থাকবে, আর সেই কারণকেই ন্যায়-বৈশেষিক ঈশ্বর বলে চিহ্নিত

করেছেন। তাঁরা বলেন যে, শুধুমাত্র জড় চতুর্ভুতের পরমাণুগুলি নিজেদের স্বভাব বশে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়ে এই জগৎ এবং জাগতিক সকল বস্তুর সৃষ্টি করতে পারে না। এই জগৎ এবং জাগতিক সকল বস্তুর সৃষ্টির একটি নিমিত্ত কারণ আছে, আর সেই নিমিত্ত কারণই হল ঈশ্বর, যিনি জড় চতুর্ভুতকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে এই জগৎ এবং জাগতিক সামগ্রিক বস্তুর উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকেন এবং চতুর্ভুতকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে এই জগৎ এবং জাগতিক সামগ্রিক বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংস ঘটিয়ে থাকেন। এখন, আমরা যদি গ্রীক পরমাণুবাদকে স্বীকার করি, তাহলে জগতের সৃষ্টি তত্ত্বটি যান্ত্রিক হয়ে পড়বে, আর যদি ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদকে স্বীকার করি, তাহলে জগতের সৃষ্টি তত্ত্বটি আত্মিক এবং ঐশ্বরিক হয়ে পড়বে, যেটি জগৎ এবং জাগতিক সকল কিছুর সৃষ্টি এবং জগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার পক্ষে অধিক পরিমাণে সহায়ক হবে। সুতরাং জগতের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

১। চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি(২০১৪)। সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

২। দাশগুপ্ত, ড. সুরেন্দ্রানাথ(২০১৬)। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।

৩। বাগচী, দীপক কুমার(২০০৩)। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪। ব্যানার্জী, অভীক কুমার(২০১৮)। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস – সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা. লি., কলকাতা।

৫। ভট্টাচার্য, করুণা(২০১৩)। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৬। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র(২০১৭)। প্রাক্-সক্রেটিস গ্রীক দর্শনের ইতিহাস। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৭। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র(২০০৮)। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৮। রহমান, মো. মাহবুবুর(২০১৩)। ভারতীয় দর্শন পরিচিতি। আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৯। সরকার, স্বপ্না(২০১২)। পাশ্চাত্য দর্শন সমীক্ষা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

১০। সামন্ত, ড. বিমলেন্দু(২০২৩)। ভারতীয় দর্শন। স্মার্ট বুকস্, কলকাতা।

১১। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু(২০১২-২০১৩)। ভারতীয় দর্শন - দ্বিতীয় খণ্ড। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

১২। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু(২০১২-২০১৩)। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-প্রথম খণ্ড। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.